সাদ্দাম এখন কোথায়

ইরাকে আগ্রাসনের টার্গেট ছিল সাদ্দাম। বাগদাদের পতন হয়েছে। কিন্তু সাদ্দাম লাপাত্তা। কোথায় গেলেন সাদ্দাম? তিনি কি মৃত না জীবিত? বাগদাদে না তিকরিতে? নাকি সিরিয়ায়?

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

২০ মার্চ ভোরে বাগদাদে অতর্কিত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। এর পরপরই পেন্টাগন থেকে দাবি করা হয়, হামলার লক্ষ্য ছিলেন স্বয়ং সাদ্দাম হোসেন। বলা হয়, এ সময় সাদ্দাম হোসেন ও বাথ পার্টির আরো ৪ জন ঊর্ধ্বতন নেতা গাড়িতে করে সাদ্দামের প্রাসাদ ত্যাগ করছিলেন। পেন্টাগন জোর দিয়ে বলে, সাদ্দাম হয় নিহত হয়েছেন অথবা গুরুতর আহত অবস্থায় বেঁচে গেছেন। অবশ্য আগ্রাসন শুরুর ঘন্টাখানেকের মধ্যে ইরাকি টিভি পর্দায় উপস্থিত হয়ে সাদ্দাম প্রমাণ করেন তিনি বেঁচে আছেন। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া সন্দেহ প্রকাশ করে পর্দার সাদ্দাম আসলেই সাদ্দাম কিনা। গবেষণা চালাতে থাকে পশ্চিমা মিডিয়া, পর্দার সাদ্দামের চোখে কেন ভারী লেন্সের রিডিং গ্লাস, গোঁফ কেন ঈষৎ

কালো-সাদা.. ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবেই আগ্রাসন শুরুর প্রথম দিনেই সাদ্দাম হোসেনকে মেরে ফেলে পশ্চিমা মিডিয়া। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোর মিথ্যা প্রচারণাকে ঝেড়ে ফেলতে সাদ্দাম হোসেন বেশ ক'বার টিভির সামনে উপস্থিত হন। শুধু তাই নয়, বাগদাদের রাস্তায় প্রকাশ্যে উপস্থিত হয়ে সাধারণ জনতার কাতারে দাঁড়ান। বুঝিয়ে দেন তিনি শুধু জীবিতই নন, কোনো গোপন স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন যুদ্ধ পরিস্থিতি।

সাদ্দাম হোসেন সর্বশেষ মারা যান ৭ এপ্রিল, আগ্রাসনের ১৮তম দিনে। এ দিন বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে আবাসিক আল মনসুর এলাকায় মার্কিন বিমান থেকে প্রচন্ড বিমান হামলা চালানো হয়। টার্গেট ছিল এলাকার একটি বহুতল রেস্তোরাঁ। এখানে ২ হাজার পাউন্ড ওজনের চারটি বাংকার বিধ্বংসী বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ফলে ভবনটিতে ৬০ ফুট গর্তের সৃষ্টি হয়। পেন্টাগন দাবি করে সাদ্দাম এবং তার দুই পুত্র সেই ভবনে মিটিং করছেন, এর জোরালো প্রমাণ পেয়েই হামলা চালানো হয়। বলা হয়, খবর পাওয়ার ১২ মিনিটের মধ্যে চালানো হামলায় নিহত হয়েছেন সাদ্দাম ও তার পুত্ররা। মার্কিনিদের জোর গলার দাবি সন্দেহে ফেলে বিশ্ববাসীকে। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এম-১৬ জানায়, মার্কিন হামলার আগেই সেই ভবন ত্যাগ করেছেন সাদ্দাম। অতএব, সাদ্দাম বেঁচে আছেন।

আগ্রাসন শুরুর প্রথম দিন থেকেই সাদ্দামের বেঁচে থাকা না থাকা, তার অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে রহস্যের ডালপালা গজাতে থাকে। বাগদাদ এখন আগ্রাসী বাহিনীর হাতে। কিন্তু সাদ্দাম লাপাত্তা। সাদ্দামকে হত্যার ব্রত নিয়ে আগ্রাসন শুরু করেছিল ইঙ্গ-মার্কিন জোট। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সাদ্দামকে দেশ ত্যাগের আলটিমেটাম অন্তত তাই বলে। কিন্তু এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে, সাদ্দাম কোথায় তারা জানে না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড এ কথা স্বীকার করেছেন। মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের একাংশ মনে করে, সোমবারের বাংকার বিধ্বংসী বোমা হামলায় সাদ্দাম সত্যিই মারা গেছেন। কিন্তু অনেক কর্মকর্তার ধারণা, ব্যাপারটি প্রমাণের মতো যথেষ্ট তথ্য সিআইএর হাতে নেই। তাছাড়া সাদ্দামের মৃত্যু হয়েছে এমন কোনো টেলিফোন সংলাপও ইরাকি সামরিক অফিসারদের ফোনে আড়ি পেতে শোনা যায়নি। কিন্তু প্রথম দিনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর সিআইএ বাথ পার্টির কর্মকর্তাদের টেলিফোনে আড়ি পেতে নিশ্চিত হয়েছিল, সাদ্দাম বহাল তবিয়তেই আছেন। বাগদাদে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরপরই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আল মনসুর এলাকায় যেখানে বোমা ফেলা হয়েছিল, সেখানে ছুটে গেছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লাশের ডিএনএ পরীক্ষা করে তারা সাদ্দাম বা তার পুত্রদের চিহ্নিত করতে পারবেন।

পতনের মুহূর্তেও ইরাকি জনগণের প্রতি শুভেচ্ছার হাত বাড়িয়ে রেখেছেন সাদ্দাম

মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য ভিন্ন চিন্তা করছেন। তারা মনে করছেন, বাগদাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এতো অল্পতেই ভেঙে পড়েছে সাদ্দাম মারা যাওয়াতে। সাদ্দাম যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তীব্র প্রতিরোধ ছাড়া জোট বাহিনী বাগদাদের দখল নিতে পারতো না। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। সাদ্দাম ও তার ছেলেরা নিহত হতে পারেন, কিন্তু তার পরিষদ ও সামরিক বাহিনীর অন্য কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই একযোগে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন না। অর্থাৎ সাদ্দাম ও তার পুত্ররা বেঁচে থাকলে সবাই মিলে পরিকল্পিতভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাহলে সাদ্দাম এখন কোথায়?

শুধু সাদ্দামের মূর্তিই নয়, পুরো ইরাক এখন মার্কিন পতাকার নিচে

মার্কিন সমরবিশেষজ্ঞরা এক্ষেত্রে চারটি সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করছেন। প্রথমত, বাগদাদে ভূ-গর্ভস্থ অনেক টানেল ও বাংকারের কোনোটাতে সাদ্দাম ও তার অনুসারীরা আত্মগোপন করেছেন। দ্বিতীয়ত, সাদ্দাম ও তার পুত্ররা তিকরিতে চলে গেছেন। তিকরিত সাদ্দামের জন্মস্থান এবং শক্ত ঘাঁটি। তৃতীয়ত, প্রতিবেশী কোনো দেশে পালিয়ে গেছেন সাদ্দাম। চতুর্থত, তিনি বাগদাদে কোনো তৃতীয় দেশের দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

সাদ্দামের গোপন বাংকার

১৯৭৬ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালে সাদ্দাম হোসেন যুগোস্লাভিয়া সফর করেন। মার্শাল টিটো তখন ক্ষমতায়। দক্ষিণ বসনিয়ার

একটি পর্বতের নিচে এক দুর্ভেদ্য বাংকার তৈরি করেছিলেন টিটো। ৫০০ লোক ধারণক্ষম এই বিশাল বাংকারটি পারমাণবিক বোমা হামলা ঠেকাতে সক্ষম ছিল। টিটো সাদ্দামকে সেই বাংকার ঘুরিয়ে আনেন।

১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট হন সাদ্দাম। '৮০-র দশকে টিটো তার সেইসব প্রকৌশলীকে ইরাকে পাঠান যারা পাহাড়ের নিচে বাংকার তৈরি করেছিল। যুগোস্লাভিয়ার প্রকৌশলীরা সাদ্দামের রিপাবলিকান প্রাসাদের কাছে এবং ১৪ জুলাই ব্রিজের সন্নিকটে বাগদাদের কেন্দ্রে টিটোর বাংকারের একটা ছোট সংস্করণ তৈরি করে দেয়। টিটোর বাঙ্কারটির মতোই সাদ্দামের বাংকারের চতুর্পাশে ১৬ ফুট পুরু কংক্রিটের দেয়াল ছিল। অবশ্য টিটোর বাঙ্কারটির উপরে ২০০ থেকে ৪০০ ফিট পুরু গ্রানাইটের পাহাড়ের প্রাকৃতিক সুরক্ষা ছিল। কিন্তু বাগদাদের বালুর নিচে সাদ্দামের বাংকারটির এই সুবিধা ছিল না। এ জন্য যুগোস্লাভিয়ার প্রকৌশলীরা এক অচিন্ত্যনীয় কাজ করেন। তারা বাংকারটির উপরের দিকে ১৬ ফুট পুরু জমাট কংক্রিটের ছাদ তৈরি করেন। অন্যদিকে মাটির উপরে নির্মাণ করেন বিশাল কনফারেন্স হল যেন বাংকারের অবস্থান স্যাটেলাইটের কাছে অদৃশ্য থাকে। ফলে আকাশ থেকে গৃহীত চিত্রে ৫০ থেকে ৯০ মিটার আয়তনের একটা ছাদ নজরে আসতো। কিন্তু মাটির নিচে ফুটবল মাঠের সমান এই ছাদ তৈরি এতো সহজ ছিল না। সাদ্দাম নিজেই আশ্চর্য হয়ে যান বাংকারের উপরের অংশে সাড়ে ৪ হাজার টনের এই ছাদের অবস্থান দেখে। কিভাবে এই ছাদটিকে এক রকম শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থান রাখা সম্ভব হয়েছিল, সেটি ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা মিরাকল।

সাদ্দামের ছবি সরাতে ব্যস্ত মার্কিন সৈন্য

কালি নয়, একরাশ ক্ষোভ ঢেলে দেয়া হয়েছে ছবিতে

টাকায় সাদ্দামের প্রতিকৃতি ছিঁড়ছে

এই বিশালাকৃতির বাংকার কমপ্লেক্সের ছয় দিকেই আছে শক্ত কংক্রিট শেল। এছাড়াও আছে ইলাস্টিক রাবারের একটি স্তর যেন ভূমিকম্প বা শক্তিশালী বোমার ঝাঁকুনি প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়াও উলম্ব ও সমান্তরাল কংক্রিট বিম মাটির ৩০০ ফুট গভীর পর্যন্ত রয়েছে যেন বাংকারটি ধসে না পড়ে।

বাংকারটিতে সাদ্দাম, তার পরিবারের সদস্য ও বাথ পার্টির উর্ধ্বতন সদস্যরা নির্বিঘ্নে ৩০ দিন কাটিয়ে দিতে পারবেন। এছাড়া আরও কয়েক মাসের মজুদ সেখানে রাখা সম্ভব। অন্যদিকে পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হলেও ৫ দিন সেখানে অবস্থান করা যাবে। এখানে সাদ্দাম ও তার স্ত্রী-পুত্রদের জন্য আলাদা বেডরুমে আছে। বাংকারটিতে পর্যাপ্ত পানি ও জ্বালানির সুব্যবস্থা আছে। এছাড়া আছে আমেরিকার তৈরি টার্বো ডিজেল ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট। আরো আছে 'সেনিটেশন ব্লক' যা বাংকারের বাতাস ও পানিকে সব রকম পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের দূষণ থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও আছে, অত্যাধুনিক 'কমান্ড সিস্টেম' যা থেকে সাদ্দাম তার পার্টি ও সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা দিতে পারবেন। সেখানে ফরাসি থমসন এবং যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এইচ- ফিল্ড ইলেকট্রনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে যা শত্রুর চোখে ধুলো দিতে পারে।

১৯৯১ সালে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন বিমানগুলো থেকে বাংকারের উপরের কনফারেন্স রুমের ওপর তিনটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু এতে বাংকারের কোনো ক্ষতি হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, এবারও সাদ্দাম এ ধরনের বাংকারে অবস্থান করে আগ্রাসী বাহিনীর তীব্র বিমান আক্রমণ ঠেকিয়েছেন।

এরকম বহু বাংকার বাগদাদের ভূগর্ভে ছড়িয়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান প্রাসাদের নিচে, আত্মীয়স্বজনদের বাসস্থানের নিচে এমনকি স্কুল ও হাসপাতালের নিচে সাদ্দাম হোসেন এক মায়াপুরী তৈরি করেছেন। এসব বাংকার ও টানেলের কোনো কোনোটা

মাটির ৩০০ ফুট গভীরে। এসব বাংকার নিয়ে কেচ্ছাকাহিনীও কম রটেনি। গত বছর ব্রিটেনের লেবার দলীয় এমপি জর্জ গ্যালাওয়ে এরকম এক বাংকারে সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে মিলিত হন। মাটির ওপর থেকে ভূগর্ভের নিচে লিফটে নামতে তার ২০ সেকেন্ড লেগেছিল। এ ধরনের টানেলগুলো বাগদাদের মাটির নিচে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। সঠিক ম্যাপ ছাড়া যার হদিস বের করা মুশকিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাদ্দাম কি সত্যিই তার বাংকার ও টানেলগুলোতে লুকিয়ে আছেন? এক্ষেত্রেও বিভিন্ন সম্ভাবনা বিবেচনায় আনতে হচ্ছে। প্রথমত, যেকোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই বোঝার কথা, বাগদাদের পতন হলে আগ্রাসী সেনাবাহিনী তল্লাশির অন্যতম লক্ষ্য হবে বাংকার ও টানেল। সেক্ষেত্রে বাংকারে আত্মগোপনের মানে দাঁড়াবে জীবন্ত কবরে প্রবেশ করা। বাগদাদে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা আসন্ন জেনে সাদ্দাম তার সবগুলো প্রাসাদ খালি করে ফেলেছিলেন। তিনি জানতেন ক্রুজ মিসাইলের অন্যতম টার্গেট হবে তার প্রাসাদগুলো। এজন্য তিনি কোনো প্রাসাদেই অবস্থান নেননি। অতএব, বাগদাদের পতন হতে পারে জেনেও তিনি কেন বাংকার কিংবা টানেলের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে ফেলবেন?

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরেকটি সম্ভাবনা রয়েছে। বাগদাদে প্রবেশের আগে জোটশক্তি রাজধানীতে ঢোকা বা বের হবার সমস্ত প্রধান পথই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। এসব পথে সাদ্দামের বাগদাদ ত্যাগ করার তাই প্রশ্নই আসে না। তাই সাদ্দাম যদি বাগদাদ ত্যাগ নাই করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই বাগদাদেই কোথাও আত্মগোপন করেছেন। বাগদাদ বিশাল শহর। দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় ২৫ মাইল। লোক সংখ্যা ৫০ লাখ। কিন্তু জনারণ্যে সাদ্দাম কিংবা তার সন্তানদের মিশে যাওয়ার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে উপায় একটিই। কোনো বাংকারে আশ্রয় নেয়া এবং পরে সুযোগ বুঝে বাগদাদ ত্যাগ কিংবা অন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়া। সমরবিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংকারে বসে শহরকেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়াও সম্ভব। অন্যদিকে, '৭০ দশকে বসরা, মসুল, কিরকুক ও নাসিরিয়াতে বাংকার প্রস্তুতকারক যুগোশ্লাভীয় কর্নেল রেসাদ ফাজলিকের মতে, সাদ্দাম যদি ইরাক ত্যাগ না করেন কিংবা তার যদি অন্যত্র যাওয়ার সুযোগ না থাকে, তাহলে তাকে এসব বাংকারের কোনো একটাতে পাওয়া যেতে পারে। যদি তিনি পালাতে সক্ষম না হন। বাগদাদ শহর থেকে সাদ্দাম ও তার পুত্র এবং সঙ্গীদের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের একটি সম্ভাব্য উত্তর, তারা কোনো দুর্ভেদ্য বাংকারে আশ্রয় নিয়েছেন।

সাদ্দাম আর্ট গ্যালারীতে সাদ্দামের প্রতিকৃতি ভাঙচুর

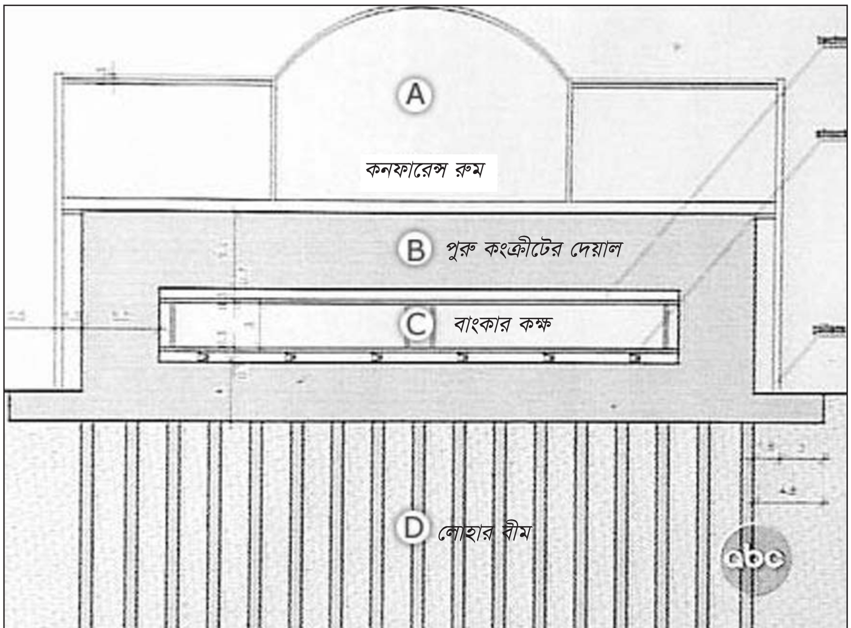

সাদ্দামের গোপন বাংকার

সাদ্দাম কি তিকরিতে

পর্যবেক্ষকদের দ্বিতীয় অনুমান, সাদ্দাম তার জন্মস্থান তিকরিতে চলে এসেছেন। তিকরিত বাগদাদের ১৫০ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। নিজের শহর সাদ্দামের জন্য বড় আশ্রয়স্থল হতে পারে।

সেক্ষেত্রে সাদ্দাম কবে তিকরিত এসেছেন সেই প্রশ্ন উঠবে। ৪ এপ্রিল সাদ্দাম বাগদাদের রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন এমন ছবি সম্প্রচার করে ইরাকি টেলিভিশন। এরপর ৬ তারিখ দু'পুত্রসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বৈঠকের ছবিও দেখায় ইরাকি টিভি। পরদিন সন্ধ্যায় আল-মনসুর এলাকায় সাদ্দামের সম্ভাব্য অবস্থানের ওপর প্রচন্ড বোমা হামলা চালানো হয়। ৮ এপ্রিল ইরাকি তথ্যমন্ত্রী সাঈদ আল সাহাফ সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলন করেন বাগদানের রাস্তায়। এরপর থেকে উধাও সবাই। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, ৪ এপ্রিলের আগেই সাদ্দাম বাগদাদ ত্যাগ করেন। ঐদিনের টিভি সম্প্রচারটি আগে ধারণকৃত। তাছাড়া ৫ এপ্রিলের আগে জোট বাহিনী বাগদাদ-তিকরিত মহাসড়কের দখল নিতে পারেনি। এর একদিন আগেই দুই ইরাকি নারীর আত্মঘাতী বোমায় এই মহাসড়কে ৩ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়।

অবশ্য সাদ্দাম প্রচলিত পথ ব্যবহার করে তিকরিত যাবেন এমন সম্ভাবনা কম। অসমর্থিত সূত্রে বলা হয়েছে, সাদ্দাম ও তার পুত্ররা সাধারণ জনগণের ছদ্মবেশে ট্রাকে চেপে বাগদাদ থেকে তিকরিত চলে গেছেন। যেভাবেই হোক সাদ্দাম তিকরিত গিয়ে থাকলে, সেখানেই হবে তার শেষ লড়াই। সাদ্দামের প্রতি তিকরিতবাসীর আনুগত্য প্রশ্নাতীত। '৭০-এর দশকেও তিকরিত ছিল বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রিক ছোট্ট এক শহর। কিন্তু সাদ্দাম শহরটিকে গড়ে তোলেন নিজের মন মতো। বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়। প্রশস্ত রাস্তা, আধুনিক আবাসিক এলাকাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে তিকরিতের লোকসংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজার । সাদ্দামের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই তিকরিতের। তাছাড়া স্পেশাল রিপাবলিকান গার্ড এবং ফেদাঈন যোদ্ধাদের প্রায় সবাই এসেছে এই শহর থেকে। এদের পরিবারের বছরের পর বছর ভরণপোষণ দিয়েছেন সাদ্দাম। অন্যদিকে, তিকরিতে রয়েছে রিপাবলিকান গার্ডের শক্ত ঘাঁটি। ইরাকের বিমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও সেখানে। সবমিলিয়ে আগ্রাসন শুরুর পর সাদ্দাম যে 'চূড়ান্ত লড়াইয়ের' কথা বলেছিলেন তার জন্য তিকরিত আদর্শ স্থান। মার্কিন সেনাবাহিনীও বলছে তিকরিতের চারপাশে রিপাবলিকান গার্ডরা তাদের অবস্থান মজবুত করছে। সাদ্দামের চরিত্রের যে লড়াকু স্বভাব, বিশ্লেষকদের ধারণা এই লড়াকু স্বভাবই তাকে তিকরিতে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। জোটবাহিনীর সঙ্গে এখানে বড় রকমের লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

টিভিতে সাদ্দামের প্রতিমূর্তিকে মার্কিন পতাকায় ঢাকতে দেখে একজন জর্দানবাসীর কান্না

অবশ্য সবই সম্ভাবনার কথা। আফগানিস্তানে যুদ্ধের সময় রাজধানী কাবুলের পতন ঘটেছিল বাগদাদের মতই আকস্মিকভাবে। তখন ধারণা করা হয়েছিল, আসল লড়াই হবে তালেবানদের শক্ত ঘাঁটি কান্দাহারে। কিন্তু সেটাও হয়নি তীব্র বিমান হামলার কারণে। তিকরিতেও প্রচন্ড বিমান হামলা চলছে। এখানেও ইরাকি সেনারা আগ্রাসী বাহিনীকে হয়তো খুব বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সাদ্দাম এখানে থাকলে হয়তো তিকরিতের মাটিতেই লড়াই করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন।

মার্কিনী হামলায় আহত ইরাকি শিশু

সাদ্দাম কি দেশ ছেড়েছেন

আগ্রাসন শুরুর আগে সাদ্দাম হোসেনকে তার পুত্রসহ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ইরাক ত্যাগের আলটিমেটাম দেয় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র জানতো সাদ্দাম এই আলটিমেটাম মানবে না। সাদ্দামও লেজ তুলে পালাবার চেয়ে বীরের মতো লড়াই করে শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে দেন। তারপর শুরু হয়ে যায় আগ্রাসন।

যুদ্ধের ২০ দিন পর দৃশ্যত বাগদাদের পতন ঘটলে গুজব রটে যায় সাদ্দাম দেশত্যাগ করেছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, সাদ্দামের লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার এটি একটি সম্ভাব্য কারণ। কারণটি অবশ্য জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই থাকত যদি না মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড অভিযোগ না তুলতেন। সিরিয়ার দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, 'আমরা গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাচ্ছি যে সিরিয়া ইরাক থেকে সিরিয়ায় লোকজনের পলায়নে সহায়তা দিচ্ছে।' তিনি দাবি করেন, সিনিয়র ইরাকি নেতারা সিরিয়ায় পালিয়ে যাচ্ছে। কেউ সেখানেই থেকে যাচ্ছে অথবা অন্য কোনো দেশে চলে যাচ্ছে। রামসফেল্ড সাদ্দামের নাম না বললেও সাদ্দামের স্ত্রী সাজিদা ও তার তিন কন্যা এখন সিরিয়ায়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এখন এবিষয়ে অনেকটাই নিশ্চিত। অন্যদিকে, ইরাক-সিরিয়া সীমান্ত পথটি এখন জোটশক্তির হাত থেকে অরক্ষিত। এই সড়ক পথে বিপুলসংখ্যক ইরাকি এখন দেশের বাইরে যাচ্ছে ও ফিরে আসছে। জনতার কাতারে মিশে সাদ্দাম ও তার পদস্থ নেতাদের পক্ষে সিরিয়া চলে যাওয়া কঠিন ব্যাপার নয় বলেই অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মনে করছে, সাদ্দাম বাগদাদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো 'এক্সিট স্ট্র্যাটেজি' আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন।

প্রশ্ন অন্যত্র। সাদ্দাম কি সত্যিই দেশত্যাগ করবেন? আগ্রাসনের শুরু থেকেই সাদ্দাম জোর দিয়ে বলে এসেছেন তিনি ইরাক ছেড়ে যাবেন না। সাদ্দামকে যারা দেখেছেন তাদেরও এই অভিমত যে সাদ্দাম দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মত ভীরু কাপুরুষ নন। সেক্ষেত্রে তিনি বেঁচে থাকলে ইরাকেই আছেন এমন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে সমর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশত্যাগ বা পশ্চাদপসরণ যুদ্ধের একটা অংশ। সাদ্দাম ও তার সন্তানরা যদি তৃতীয় কোনো দেশে চলে গিয়ে জীবিত থাকেন, সেক্ষেত্রে পুনরায় ইরাকে ফিরে আসার একটা সুযোগ থেকে যায়। এমনকি প্রবাসী সরকার গঠন করে দেশের ভিতর গৃহযুদ্ধ বা গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া যায়। আগ্রাসী জোটের বিরুদ্ধে বাথ মিলিশিয়া ও সাদ্দাম অনুগত যোদ্ধাদের প্রতিরোধ প্রলম্বিত করতে চাইলে সাদ্দামের জন্য তৃতীয় কোনো দেশে চলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন।

সাদ্দামের মূর্তি নিয়ে গুটিকতক লোকের উল্লাস পুরো ইরাকের প্রতিচ্ছবি নয়

এক্ষেত্রে তিনি কেবল সিরিয়াতেই যেতে পারেন। ইরানে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও ইরান সরকার কট্টর সাদ্দাম বিরোধী। তারা সাদ্দামকে ইরানে ঢুকতে দেবে না। অন্যদিকে ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল আগ্রাসী জোটবাহিনীর হাতে চলে যাওয়ায় সেই পথ ব্যবহার করে সৌদি আরবে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু আরব দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র সৌদি আরবই এখন প্রকাশ্যে সাদ্দামকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে পারে। ইরাক আক্রান্ত হওয়ার আগে এধরনের একটি প্রস্তাব সৌদি আরব দিলেও সাদ্দাম তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বর্তমানে সাদ্দাম হোসেন যদি সিরিয়া বা অন্যকোনো পথে সৌদি আরবে যেতে পারেন। মার্কিন হুমকি উপেক্ষা করে সাদ্দামকে সৌদি আরব আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আরবমিত্র এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল মজুদের দেশের গায়ে হাত তুলতে সাহস করবে না। কিন্তু সিরিয়ার ব্যাপারটি ভিন্ন। সিরিয়া সাদ্দামকে আশ্রয় দিয়েছে এই অজুহাত তুলে যুক্তরাষ্ট্র সহজেই সিরিয়া আক্রমণকে হালাল করে ফেলতে পারে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড প্রকাশ্যেই বলেছেন, 'আমরা সিরিয়ার ওপর চোখ রাখছি। আমাদের প্রতি দামেস্ক 'খারাপ আচরণ' করেছে। ব্যাপারটি আমরা আক্রমণাত্মক হিসেবেও দেখতে পারি।' এই হুমকির পর স্বাভাবিকভাবেই সিরিয়া সাদ্দাম ও তার কর্মকর্তাদের প্রকাশ্যে আশ্রয় দেয়ার সাহস দেখাবে না।

তাহলে সাদ্দামকে আশ্রয় দেয়ার পেছনে আরবদেশগুলোর স্বার্থ কি? আসলে আরব সরকারগুলো খুব ভালোভাবেই জানে তারা নিজ দেশের জনগণ থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন।

তারা এটাও জানে, সাদ্দাম জোটবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হলে কিংবা অপমানিত হলে, আরবদেশগুলোর সড়কগুলোতে বিক্ষোভের মাত্রা কি তীব্র হবে। আরব বিশ্বের জনগণ বিশেষত তরুণ সমাজের একটা বড় অংশ কখনোই তাদের চোখে 'মহানায়কের' এমন করুণ পরিণতি দেখতে চাইবে না। বিক্ষোভের মাত্রা আরব সরকারগুলোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তাই তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে সাদ্দামকে কোনো তৃতীয় দেশে নির্বাসনে রাখতে পারে। এর আগে সৌদি আরব যেমন উগান্ডার একনায়ক ইদি আমিন কিংবা পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে আশ্রয় দিয়েছে।

বিদেশী দূতাবাসের আশ্রয়ে

অনেকের ধারণা সাদ্দাম বাগদাদেই আছেন। তবে বাংকারে নয়, তিনি আছেন কোনো বিদেশী দূতাবাসের আশ্রয়ে। এক্ষেত্রে রুশ দূতাবাসের নামটাই বেশি শোনা যাচ্ছে। সাদ্দাম কোনো দূতাবাসে আশ্রয় নিতে পারেন এমন ধারণা প্রথম দেন লেবাননের একজন সিরিয়র মন্ত্রী। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন সাদ্দাম রুশ দূতাবাসের রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছেন। আর এ কারণেই রুশ রাষ্ট্রদূত ইরাক ত্যাগ করতে গিয়েও ফিরে আসেন বাগদাদে। তবে মস্কো এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আরবদেশগুলোতে বিশেষত মিশরে জোর গুজব রয়েছে, সাদ্দাম ইরাকে রুশ দূতাবাসের আশ্রয়ে ছিলেন এবং পরে তাকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রুশ দূতাবাসের ইরাক ত্যাগ কালে গাড়িবহরে রহস্যময় গুলিবর্ষণের ঘটনা এবং পরে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার ত্বরিত মস্কো সফর এইসব সম্ভাবনাকে উস্কে দিয়েছে। কনডোলিজা রাইস ঠিক কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য রাশিয়া গিয়েছিলেন, এসম্পর্কে পরিষ্কার করে কোনো কিছুই জানানো হয়নি।

অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামের বিদেশী দূতাবাসের আত্মগোপনের সম্ভাবনাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের প্রধান জেনারেল রিচার্ড মায়ার্স বলেছেন, 'আমরা সাবেক ইরাকি নেতাদের খুঁজে বের করতে সব জায়গায় অনুসন্ধান চালাব। প্রয়োজনে মার্কিন সেনারা দূতাবাসগুলোকেও রেহাই দেবে না।' অবশ্য মায়ার্স এই হুমকির কতটা বাস্তবায়ন করতে পারেন সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ। রুশ বা ফরাসি দূতাবাসে মার্কিন সেনারা ইচ্ছে করলেই তল্লাশি চালাতে পারবে এমনটা ভাবার কারণ নেই। উপরন্ত,রাশিয়া , ফ্রান্স বা জার্মানি যদি মনে করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না [সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকে] সেক্ষেত্রে সাদ্দামকে বাঁচিয়ে রাখাটাই তাদের লাভ। কেননা সাদ্দামকে ব্যবহার করে তার অনুগতদের দিয়ে মার্কিনপন্থী সরকারকে বেকায়দায় ফেলা যাবে। কিন্তু কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এই পুরনো পদ্ধতিতে রাশিয়া বা অন্য কোনো দেশ ফিরে যায় কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়।